খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

RNI No.WBBEN/2010/32438IRegd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

● Vol 01 ● Issue 1 ● Januray 2015 ● Price Rs. 2.00

৮ ফেব্রুয়ারি 'পুনর্মিলন উৎসবে' জগদ্বন্ধু প্রাঙ্গণে দেখা হবে সকাল ১১টায়।

'পুনর্মিলন উৎসব' যে কোনও শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের খুব কাছের শব্দ, আত্মিক সম্পর্কযুক্ত। জগদ্বন্ধু স্কুলের পুনর্মিলন উৎসবের দিন নির্ধারিত হয় আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, রবিবার। আপনারা মনে রাখবেন এখন থেকে প্রতি বছর দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় রবিবার পুনর্মিলন উৎসব।

সকালে স্কুলের পতাকা উত্তোলন সকাল ১১টায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আড্ডা তারপর মধ্যাহ্নভোজের আসর।

এই পুনর্মিলন উৎসবে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকারা, তাঁদের সঙ্গেও দেখা হবে। তাঁদের অবদানের গুরুত্ব, আমাদের জীবনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

গত খেয়াতে Reunion 15 এর Regn. Form পেয়েছেন সেটি পূরণ করে পাঠালেও হবে, অথবা অফিসে এসেও জমা দিতে পারেন সরাসরি। ১ ফেব্রুয়ারি '১৫ থেকে আমরা রোজই সন্ধ্যায় ৭টা থেকে ৯টা অবধি অ্যালমনি অফিসে থাকব।

মাথাপিছু নথিভুক্তকরণের জন্য ধার্য হয়েছে ৩৫০ টাকা। সস্ত্রীক আসতে পারেন অতিরিক্ত ৩৫০ টাকা দিয়ে। সদস্যারা মধ্যাহ্নভোজের সঙ্গে একটি স্মারক ও একটি স্মরণিকা পাবেন। আর পাবেন দেদার আড্ডার মজা। ২০১০ সালের অথবা তারপরে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্ররা ৫ জন এক সঙ্গে নাম নথিভুক্ত করলে জন প্রতি ৩০০ টাকা দিতে হবে।

আর অন্য অনুরোধটি হল --- একজন প্রাক্তনী = একটি বিজ্ঞাপন --- খেয়াতে বিজ্ঞাপনের ফর্মটি ছাপা হল, আপনাদের সুবিধার্থে।

আপনারা সবাই আসুন, সপরিবারে আসুন, ব্যাচে ব্যাচে দলবদ্ধভাবে আসুন। স্কুলের ফেলে আসা স্মৃতিতে লুটোপুটি করে স্কুলে কিছুটা সময় কাটাতে আপনাদের সঙ্গে আমারও ভালো লাগবে।

৮ তারিখ দেখা হচ্ছে। ভালো থাকবেন।

রজত ঘোষ, ১৯৮৫
(সম্পাদক)

'খেয়া'-র এই সংখ্যাটি অরুণাভ সেনগুপ্ত '৮০-র সৌজন্যে মুদ্রিত।

ADVERTISEMENT CONTACT FORM

Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association
25, Fern Road, Kolkata – 700 019
(Regn. No. S/73377, Regd. Under W.B. Act XXVI of 1961)

Communication Address:
Rajat Ghosh
Secretary
Ballygunge Jaga dbandhu Institution Alumni Association
25 Fern Road, Kolkata 700019
Contact No. 9830579230
e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Dear friend,

As you must be aware, It is the centenary year of our beloved school Jagadbandhu Institution. The closing ceremony of the centenary celebration should be a memorable one and worthy of the occasion. The JBI post-centenary Re-union 2015 is to be held on Sunday, 8 February, 2015. As the finale to the yearlong celebrations, we are contemplating to have the reunion as the most colourful and joyous, one that will be the occasion of a lifetime for each one of us.

On behalf of the association, I hereby request you to be extend your goodwill and invaluable contribution to help us make this occasion a memorable one.

Thanking you,
Yours sincerely,

Prabir Kumar Sen '58
(President)
9836112075

Advertisement *Rate* :

Back Cover	*25,000.00*
Inside Front Cover	*20,000.00*
Inside Back Cover	*20,000.00*
Digital Print	*10,000.00*
Spl. Colour Page	*5,000.00*
Spl. Page	*2500.00*
Full Page	*1500.00*
Half Page	*800.00*
Qtr Page	*500.00*
Banner / Gate	*Negotiable*
Personal advt. (1/5 Page) @	*200.00*

Mechanical_Data Size

souvenir size	:	*28 X 21.0 cm*
Full Page	:	*24 X 17.0 cm*
Half Page	:	*12 X 17.0 cm*
Quarter Page	:	*06 X 08.5 cm*

*All payments are to be made by A/C payee cheque or Demand Draft drawn in favour of "**JBI ALUMNI ASSOCIATION**"*

Last date for receiving advertisement text and cheque / DD is 31 January, 2015

Secretary,
Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association
Dear Sir,

I/We the undersigned, do hereby contract and agree to use the space noted below for our advertisement in the souvenir being published on the occasion of the 'JBI Reunion – 2015'. The advertisement matter is given overleaf or CD matter is supplied herewith.

Space:(please tick)

☐ *Back Cover* ☐ *Inside Front Cover* ☐ *Inside Back Cover*
☐ *Digital Print* ☐ *Spl. Colour Page* ☐ *Spl. Page* ☐ *Full Page*
☐ *Half Page* ☐ *Qtr Page* ☐ *Banner/Gate* ☐ *Personal advt. (1/5 Page)*

Cheque / DD No. ______________ on ________________dated _____________

*and drawn in favour of **JBI ALUMNI ASSOCIATION** is enclosed.*

*Name*______________________________
*Designation*______________________________
*Mobile*______________________________
*e-mail*______________________________

For office use only

*Advt No. :*___________*Sl No.:* _______*Date :*_________
*Reference*___________________*Batch:*_____________
Mob No.: ___________________*Recd. By :* __________

Signature with Office Stamp

advertIsement matter

পিকনিক ২০১৫

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিক হয়ে গেল ৪ জানুয়ারি ২০১৫ মধ্যমগ্রামের বাদু-জাগুলিয়া অঞ্চলের এক বাগানবাড়িতে। প্রাক্তনী আর প্রাক্তনীদের পরিবারের সদস্যরা মিলে প্রায় ৯৬ জনের পিকনিক পার্টি। সদলে সাতসকালে বাসে চড়ে মধ্যমগ্রাম অভিযান। ২০১০ সালের ব্যাচের ছোকরা থেকে ১৯৪৯-এর ব্যাচের প্রাক্তনী সকলের মিলনযাত্রা - ডেস্টিনেশন মধ্যমগ্রাম।

একটা ভাবনা তো ছিলই - বিগত বছরের পিকনিকের আনন্দের দীর্ঘছায়াকে এই পিকনিকের আতিশয্য অতিক্রম করতে পারবে কিনা। বাগানবাড়িতে প্রবেশ করে প্রথমেই চমকে উঠতে হয় বাগান-জোড়া বনস্পতির বাহার দেখে। দীর্ঘ বৃক্ষরাজির ছায়ায়-ঘেরা মনোময় পরিবেশে পিকনিকের চাঁদোয়া খাটানো আর বসার চেয়ার ইতস্তত গোল-করে-পাতা। ঘন্টা দেড়েকের বাসযাত্রার ক্লান্তি আর পেটে ছুঁচোর ডনবৈঠক থামানোর দাওয়াইরূপে কড়াইশুঁটির কচুরি আর আলুর দম মজুত ছিলই। কমবেশি সবাই ঝাঁপালেন। সঙ্গে চায়ের স্বাগত অভিবাদন ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটিয়ে সতেজ করে দিল সকলকে। এই পর্বে অবশ্যই পিকনিক একশোয় একশো।

পরের পর্বের অভিজ্ঞতার খানিকটা অন্যান্য বারের অনুরূপই বলা যায়। দলে দলে ভাগ হয়ে প্রাক্তনীদের গল্পের জমাট আসর চতুর্দিকে। তাদের সহধর্মিনীরা, যারা এসেছিলেন, তারাও সমানতালে আসরে সামিল। আড্ডার গোলটেবিল সাধারণভাবে নিজের নিজের সহপাঠী ও পরিবারকে কেন্দ্র করেই। তবে প্রবীরদা আর সুকমলদাকে সব ব্যাচের আড্ডাতেই উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা গেল। অ্যালমনির সম্পাদক রজত ঘোষ তো সব ব্যাচের সঙ্গেই ছবির পোজ দিতে ব্যস্ত। বাগানবাড়ির নিজের পরিসরেই বাগানের সমান মাপের একটি খোলা মাঠ পিকনিকের মজা তিনগুণ বাড়িয়ে দিল। অল্পবয়সীরা ভিড় জমালো ওইখানেই। শীতের মিঠে রোদে চুটিয়ে চলতে লাগল ক্রিকেট আর ব্যাডমিন্টন। দশটি কচিকাঁচাও ওই মাঠে খেলায় মাতোয়ারা। গরম চিকেন পকোড়ার সঙ্গে আড্ডার মেজাজ তুঙ্গে। মাঝে মধ্যে রান্নার তদারকি উৎসাহীদের, ঠাকুর ক্যাটারারকে হরেক ফরমায়েশ। সব মিলিয়ে পিকনিকের এই পর্বটার নাম আড্ডা পর্ব রাখা যেতেই পারে।

সময় তো থেমে থাকে না - বেলা যে পড়ে এল - মূল ভোজন পর্বে নেমে পড়ার উদ্‌যোগ শুরু। সেন্টার টেবিল পাতা হল গাছের ছায়ায় ছায়ায়। খাদ্যরসিক '৮৫-র সুমিত সেনগুপ্তর ওপর রন্ধন ও পরিবেশন দেখার ভার ছিল। ডাল, ভাজা, ভেটকি মাছের ঝাল, কাতলা কালিয়া, মুরগি কষা গরম গরম ভাত সহযোগে চলতে থাকল যথেচ্ছ পরিমাণে। শেষ পাতে চাটনি, পাপড়, মিষ্টি আর আইসক্রিম। সেইসাথে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে বিদ্যালয়জীবনের টুকরো স্মৃতিচারণ আর অন্য অন্য খোশগল্প। দিব্যি কেটে গেল আরেকটা পিকনিক, ফটোফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা আনন্দঘন মুহূর্ত। অ্যানড্রয়েড ফোনের ক্যামেরায় কত যে মধুর সময় ধরা পড়ে রইল। সকলে সকলকে বলল ফেসবুকে আপলোড করতে। পিকনিক শেষ করে পিকনিক-বাসে বা গাড়ি করে ফিরে এলেও আনন্দ ফিকে হল না। ফেসবুকে সেইসব ছবি শেয়ার করতে আর তাতে কমেন্ট দিতে দিতে চলে যাবে আরও কটা দিন। তার মধ্যেই পরের পিকনিক আসন্ন হয়ে উঠবে।

মহাকাব্যের আকর হতে

অঙ্কন মিত্র ২০০২

।। বৃকোদর ।।

''খাই খাই কর কেন / এস, বসো আহারে
খাওয়াব আজব খাওয়া / ভোজ কয় যাহারে...''

খাওয়া-খিদে এবং খাদ্য — এই তিনটেও যে সাহিত্য উপাদান হিসাবে নেহাত ফেলনা নয়, সেটা সুকুমার রায়-এর লেখা এই অমর পংক্তি থেকেই স্পষ্ট। খাওয়ার আড়ম্বর যে আমাদের মতো গরিব ভুখা দেশে একটা আলোচ্য বিষয় হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই হয়ত চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়-র সাধারণ শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও 'হাপুস-হুপুস', হাঁউ-মাউ-খাঁউ', 'গপা-গপ্'— এইসব ধ্বন্যাত্মক অব্যয় দিব্যি বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।

পুরাণ ঘাঁটতে বসলেও রসনা-ভজনার উদাহরণের অন্ত নেই। তা সে সুজাতা কর্তৃক গৌতম-বুদ্ধকে পায়েস খাওয়ানোর কিংবদন্তীই হোক, কিম্বা মাখনচোরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গেই হোক!... এমনকি পাশ্চাত্যেও দেখা যাচ্ছে, যীশুর শেষ ড্রামাটিক উপস্থিতি 'লাস্ট সাপার'-এর টেবিলে খাদ্য-পানীয়ের প্রাচুর্য্যের সংসর্গে।... 'বুখারি-ঈদ'-এর ইতিহাস ওল্টালেও মরুভূমিতে প্রথম এক দুম্বা জাতীয় প্রাণীর কোরবানি ও তার মাংস ভক্ষণের গল্প পাওয়া যাবে। তাছাড়া রাক্ষস-অসুরদের 'খাই-খাই'-বাই, আর মুনি-ঋষিদের উপবাসের ফিরিস্তিতে বড়ো বড়ো মহাকাব্যগুলোয় কিন্তু অনেক শ্লোক খরচ হয়েছে...

এখন মহাভারত এমন একটা বিপুল সাহিত্য-সমুদ্র, যেখানে সবরকম উদাহরণই মজুত। সুতরাং খাদ্য-রসিক কাউকে যদি খুব আইডিয়াল তুলনা হিসাবে খুঁজতে হয়, তবে 'বৃকোদর' ভীম-এর নামই প্রথম মনে পড়ে। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, সারা মহাভারত ভীম বোধহয় সব থেকে বেশি শত্রুহন্তা ওয়ারিয়র বলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। পাণ্ডবদের বিশ্বস্ত বডিগার্ড বললে তিনিই পারফেক্ট চয়েস! কিন্তু এর পাশাপাশি সারা মহাভারত জুড়ে ভীমের অপার খাদ্য-প্রীতির বর্ণনারও কমতি নেই। শৈশবেই, দুর্যোধনের কনস্পিরেসিতে বিষ-মেশানো লাড্ডু ভক্ষণের মধ্য দিয়ে ভীমের এই খাদ্যপ্রীতির বর্ণনার শুরু। তাঁর ডাইজেস্টিভ পাওয়ারও খুব ভালো ছিল বলতে হবে, নাহলে সমুদ্রের জলে ডুবে নাগলোকে পৌঁছে গিয়েও তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন... তারপর!... অবশ্য এই অংশটা থেকে অলৌকিকতা বাদ দিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিতে দেখলে বলা যেতেই পারে যে, সমুদ্রের লোনা-জল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় খেয়ে ফেলে, বমি করে বিষ-টা ফ্লাস-আউট করে দিয়েছিলেন শিশু ভীম। তবে সে যাই হোক, বৃকোদর-এর ভোজন-আসক্তি এই অংশে বেশ স্পষ্ট। তাছাড়া 'বৃকোদর' শব্দটার আক্ষরিক বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাচ্ছে, 'বৃক' যুক্ত 'উদর' — এই সন্ধিভঙ্গ শব্দদ্বয়ের মধ্যে 'বৃক' মানে হল নেকড়ে বা শৃগাল; এখানে এই পশু দুটিকে খাদ্য-লোভী বা মাংসলোভী অর্থেই ব্যবহার করেছে সংসদ-এর বেঙ্গলি টু বেঙ্গলি অনলাইন ডিশনারি। আবার ভীম হলেন প্রথম পান্ডব যাঁর বিয়ে হয়েছিল জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির-এরও আগে। এবং এই বিয়েটাও হয় এক খাদ্য-খাদকের পরস্পরকে 'চেজিং' করা বন্য-আবহে। জতুগৃহ দহনের হাত থেকে বেঁচে যখন গভীর রাত্রে পাঁচ ভাই আর কুন্তী বনের মধ্যে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখনই হিড়িম্ব রাক্ষস গাছের উপর থেকে তার বোন হিড়িম্বাকে পাঠায় মানুষ শিকার করে আনার জন্য। এর অনতিপরেই অবশ্য ভীমের হাতে হিড়িম্ব-র মৃত্যু এবং হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের বিবাহ। কী থেকে কী হয়ে গেল!... হতে যাচ্ছিল শিকার করে খাওয়া; হয়ে গেল বিয়ে! — এই জন্যই বোধহয় ভারতীয় বিবাহ-উৎসবের একটা প্রধানতম অনুষঙ্গ হল খাওয়া-দাওয়া...।

ভীম তাঁর জীবদ্দশায় গোটা পাঁচ-ছয় রাক্ষক বধ করেছেন। এর মধ্যে 'বকাসুর'-একদম টিপিকাল একজন 'ক্যানিবল', যে জঙ্গলে আগত পথিকদের ধরে ধরে খেত। ভীমের হাতে শুধু এই বকাসুর নয় পরবর্তীকালে বারো বছরের বনবাসের সময় বকাসুর-এর ভাই 'কির্মীর'-ও প্রাণনাশ হয়।

পরবর্তীকালে ভীম কর্তৃক জটাসুর বধের কারণটাও প্রায় একইরকম। মানুষের মাংস খাওয়ার লোভে জটাসুর ভীমের অনুপস্থিতিতে কুন্তী ও দ্রৌপদী সহ চার পাণ্ডবকে অপহরণ করে। এইসময় ভীম গিয়েছিলেন গভীর জঙ্গলে রান্নার কাঠ সংগ্রহ করতে। এখানেও লক্ষ্য করার বিষয় হল, সেই খাওয়া-দাওয়ার দ্যোতনাই। জটাসুর-এর মৃত্যুর কারণ তার খাওয়ার লোভ এবং কো-ইনসিডেনটালি তার মৃত্যু ঘটল এমন একজনের হাতে, যে নিজেও ভোজন-রসিক বলে খ্যাত। না হলে হঠাৎ নকুল-সহদেব-এর মতো কম ইমপরটেন্ট চরিত্ররা থাকতে জ্বালানি কাঠের খোঁজে দ্বিতীয় পাণ্ডবের মতো বীর বিক্রমকে পাঠালেন কেন, মহাভারতের কবি?... আসলে হয়তো এখানে তিনি এই মধ্যম পাণ্ডবকে এমন একটা লঘু কাজে নিয়োগ করে তাঁর চরিত্রকে খাটো করতে চাননি; তাঁর সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য ছিল, ভীম এবং রান্না-বান্না এবং জ্বালানি কাঠ এইগুলোকে কোনো একটি সরলরেখায় মিলিয়ে দিয়ে সেই বৃকোদরের উদর মাহাত্ম্যই ঘুরিয়ে প্রকাশ করা...

হতে পারে এটা সাব-কনশাস কিম্বা অন্য কোনোভাবে প্রকাশিত বীররসের মূর্ছনা, তবুও ভীম কিন্তু দ্যুৎসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার পর, দুঃশাসন-এর বুক চিরে রক্ত পানের শপথ করেন!... ব্যাপারটা খুব রাক্ষুসে দেখালেও, কুরুক্ষেত্রে তিনি যখন দুঃশাসনের হৃৎপিণ্ড ভেদী রক্ত খাচ্ছিলেন, তখন কি অবচেতনেও তাঁর ক্ষুধার্ত সত্তাটা একটুও কাজ করেনি?... মানুষ খাওয়া ব্যাপারটাকে এতো গুরুত্ব দিতেন বলেই না, অমন মাথা-গরম করা শপথ নেওয়ার সময়ও তাঁর মনে খাওয়া সংক্রান্ত (রক্তপান) একটা ব্যাপার এসেছিল...!

পুরাণের আনাচে-কানাচে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কিছু কিছু নাড়া-চাড়া থাকলেও, শিবের ড্রাগ-অ্যাডিক্শন আর অমৃত নিয়ে টানাটানির পর রাহু-কেতু-র গল্পটাই যা একটু পপুলার হয়েছে। অমৃতও ক্রমশ কালের বিকৃতিতে 'সোমরস' থেকে আরো ডাইলিউট হয়ে একেবারে দেশি মদের স্তরে নেমে এসেছে।

মহাকাব্যও খাদ্য ও খাদ্যরসিকদের নিয়ে খুব একটা তেমন কিছু আলোকপাত করেনি। তবে উপাদেয় রান্না-বান্নার গন্ধ শুকিয়ে যে কুম্ভকর্ণর ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা হয়েছিল, এটা কৃত্তিবাসও সযত্ন বর্ণনা করেছেন। আর ক্ষুধার ইতিহাস যখন ক্রমশ ঝলসানো রুটির মতো গদ্যময় হয়ে উঠতে চাইছে, সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রাক্কালে ভারতচন্দ্র লিখলেন 'অন্নদামঙ্গল'। তবে এ দেবী মাহাত্ম্য খাদ্য-রসিকের আঙুল-চাটা বা ব্যাঞ্জনের ব্যাঞ্জনা নিয়ে নয়; 'নবান্ন' নাটকের থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে লেখা রায়গুণাকর-এর এই পাঁচালিও আসলে খাদ্যের বদলে ক্ষুধার ছবিই আঁকতে চেয়েছে বেশি। (ক্রমশ)

facebook -এ status- দেওয়া বা

twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু

ছাপাখানার বিকল্প কী ?

প্রিন্ট গ্যালারি

১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,

ফোন ঃ ৯৮৩১২৬৩৯৭৬

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.